

## অভিজিৎ মাহেবকে

ব্যক্তিগত কারণে গত কিছুদিন ধরে বেশ ব্যস্ত ছিলাম। ইদানিং কিছুটা ফুসরত পেয়ে আমার উদ্দেশ্যে লেখা অভিজিৎের সুলিখিত উত্তরটিই প্রথমে পড়ে নিলাম। বিবর্তনবাদের উপর অভিজিৎের দীর্ঘ ২৭ পেজ লেখার জবাব মাত্র একটি লাইনেই দেওয়া সম্ভব, আর আমি সেটাই করছি। *অভিজিৎ আমার লেখার 'টাইটল' না দেখেই বিষয়বস্তু নিয়ে অযথায় বেশ মাথা ঘামিয়েছেন এবং সেই সাথে বেশ ক্ষোভও দেখিয়েছেন মনে হলো! পিরিয়ড।*

অভিজিৎ নিশ্চয় জানেন যে স্রেফ টাইটলের উপর ব্যাসিস করে একই বিষয়ে অনেকটাই আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা যায় (আর আমার লেখার স্টাইলও আলাদা। কিছুটা 'ক্রোধ' থাকে! ভালো লিখতে না জানলে যা হয় আর কি)। আমি বলতে চেয়েছি যে মুদ্রার এক পিঠ তো অনেক দেখা হলো, এবার একটু অন্য পিঠ দেখা যাক। অর্থাৎ জেনারেল পিঠ কম-বেশী সবায় জানে, বাট হাউ এ্যাবাউট দ্য অপজিট পিঠ? এই প্রশ্নটার উপর ব্যাসিস করেই আমার লেখা। লেখাটির টাইটল ছিল 'মুদ্রার অপর পিঠ'। অভিজিৎ কি বলতে চাচ্ছেন যে মুদ্রার অপর পিঠ ডাজ নট এক্সিস্ট?

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়' - প্রবাদটাকে মাথায় রেখেই আমি পার্ট-১ এ অত্যন্ত পরিস্কার করেই বলেছি :

“টাইটল থেকেই বুঝতে পারছেন লেখার বিষয়বস্তু কেমন হবে! সুতরাং, কেহ বিভ্রান্ত হবেন না বলে আশা করি”

“আমি নিজেই ইভলুশন বিষয়ে ইন্টারেস্টেড। *আমার উদ্দেশ্য কিন্তু কোনভাবেই ইভলুশনের বিরোধীতা করা নয় (কোন কিছু বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য প্রমাণিত হলে সেটা মেনে নিতেই হবে),* বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে অলটারনেটিভ কিছু তথ্য তুলে ধরা যেগুলো ডারউইনবাদীরা হাইড করে রাখতে চায়”

পার্ট-২ তেও বলেছি :

“আশা করি ইভলুশন থিওরি একদিন বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য প্রমাণিত হবে। সেই অপেক্ষায় ...”

তারপরও 'বাঘের খাবা' থেকে এড়াতে পারলাম কোথায়! অভিজিৎের মতো লোকও বিভ্রান্ত হয়েছেন! ছোট্ট একটি লেখা থেকেও চেরি পিকিং মেথডে এক হাত নিয়েছেন! অভিজিৎের আস্ত দুটো চোখ থাকতে এতটাই অন্ধ হলেন কবে থেকে! নাকি 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকারের' মধ্যে মাথা গুঁজে রেখে এই অবস্থা!

সৃষ্টিবাদ নিয়ে আমার দু'লেখায় সম্ভবত এক ওয়ার্ডও নেই, পক্ষে বা বিপক্ষে! অভিজিৎের ঠুঁ মাছ এ্যাজামশন আর রাগের কারণটাও তো বুঝা গেল না! ডারউইনবাদের সমালোচনা করলেই সৃষ্টিবাদকে সাপোর্ট করা হয় নাকি? এন্ড ভাইসি-ভারসা? হোক না কিছুটা ভুল-ভাল, কিন্তু সমালোচনাকে অভিজিৎ এতোটাই ভয় পান তা তো জানা ছিল না! আমার উল্লেখিত ইভলুশন ফর্মুলাটাও ওনি সঠিকভাবে উপস্থাপন করেন নি :

**Evolution Formula:**

**Inanimate matter + Time = Millions of complex living species!**

অভিজিতির মতো কাউকে এর চেয়ে বেশী কিছু বলে বুঝাতে হবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় ‘পিরিয়ড’ দিয়ে লেখাটা এখানেই শেষ করে দেওয়া যেত, তবে আমার মতো হাবা-গোবা টাইপের যদি কেহ থেকে থাকে (আশা করছি নেই!) তাদের জন্য কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছি।

মানুষ যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস বা সাপোর্ট করে সেই সকল বিষয়ে সমালোচনা তাদের মনে সবসময়ই আঘাত দিয়ে থাকে, অভিজিৎ-ও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে অভিজিৎ আমার দুটি জেনারেল লেখাকে অনেকটাই ব্যক্তিগতভাবে নিয়ে বেশ কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন এবং সেই সাথে কিছু লোকের সাথে আমাকে জড়িয়ে যথেষ্ট তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করেছেন। আগের মতো এবারও আমি ওনার ব্যক্তিগত মন্তব্যগুলো ওভারলুক করছি। কারণ, আমি মূলতঃ মেসেজের উপরেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে এবার কিছু কথা বলতে হচ্ছে।

১। ‘বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য প্রমানিত হলে মনে নিতেই হবে’ - এই ডিক্লারেশন দিয়েই বিবর্তনবাদের উপর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছি। ফলে অভিজিৎ বা অন্য কারো জন্য আমার উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোন রকম ‘রুগ্ম’ রেখেছি বলে মনে হয় না! তাছাড়া বিবর্তনবাদ সত্য বা মিথ্যা প্রমানিত হলে রায়হানের কী-ই বা আসে যায়! অভিজিৎ বেশ ছেলে মানুষের মতো কথা-বাতা বলেছেন মনে হলো! তাছাড়াও আমি বিবর্তনবাদ নিয়ে ডিসিপশনের উপরই বেশী জোর দিয়েছি, অভিজিৎ সেটা এড়িয়ে গেলেন কিভাবে! আমার ডিক্লারেশন থেকে আমি কী চাচ্ছি সেটা বোঝার মতো কি অভিজিৎের জ্ঞান নেই!

২। ‘বিজ্ঞান’ ও ‘ধর্ম’ দুটি ইউনিভার্সাল বিষয়। ইউনিভার্সাল কোন বিষয়কে ব্যক্তিগতভাবে নেওয়ার কিছু নেই। ব্যক্তিবিশেষ ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করে দুটো বিষয়েরই পজেটিভ ও নেগেটিভ দিক আছে। তবে ধর্মের চেয়ে বিজ্ঞানের নেগেটিভ দিক ভয়াবহ রকমের বেশী ভয়ঙ্কর! বিজ্ঞানের পজেটিভ দিকগুলো প্রায় ৯০% (guess) মানুষ সেভাবে ভোগ করতে পারছে না (বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোতে)!

৩। বুশ প্রশাসনের (say) সমালোচনা করা মানেই যেমন আমেরিকার বিরোধীতা করা নয়, তেমনি আবার ওয়েস্টার্ন কিছু কালচারের (say) সমালোচনা করা মানেই ওয়েস্টার্নদের বিরোধীতা করা নয়!

৪। ‘বিজ্ঞান’, ‘বিজ্ঞানী’ ও ‘বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার’ বিষয় তিনটিকে আমি আলাদা-আলাদা ভাবে দেখি। নাম্বার-৩ এর আলোকে কিছু বিজ্ঞানীর বিবর্তনবাদ বিষয়ে (say) রিসার্সের উপর সমালোচনা করা মানেই ‘বিজ্ঞান’ বা ‘বিজ্ঞানী’ বা ‘কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের’ বিরোধীতা করা নয়, বা এমনকি বিবর্তনবাদেরও বিরোধীতা করা নয়! অর্থাৎ কোন কিছুর সমালোচনা করা মানেই তার বিরোধীতা করা নয়! এই সহজ সরল বিষয়টি মানুষ এড়িয়ে যায় কেন! কী লাভ তাতে! কাউকে অযথায় কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে/স্বপক্ষে ঠেলে দেওয়াটাও অত্যন্ত আপত্তিকর! এরকম ‘এ্যাপ্রোচ’ কুফল ছাড়া সুফল বয়ে আনবে বলে মনে হয় না।

৫। কোন বিজ্ঞানভিত্তিক রিসার্সের সমালোচনা করা মানেই ধার্মিক বা গোঁড়া ধার্মিক হওয়া নয়, এন্ড ভাইসি-ভারসা!

৬। অনেক অধার্মিক বিজ্ঞানী ও রিসার্সারও বিবর্তনবাদের উপর সমালোচনা করছে। অথচ কিছু লোক বার বার বিষয়টিকে গোঁড়া ধার্মিকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে! এ যেন কেষ্ট বেটাই চোর! এরকম ব্যবসা আর কতো দিন চলবে! আজ থেকে কয়েক দশক আগ পর্যন্তও বিজ্ঞানীদের ডি.এন.এ এর গঠন প্রণালী সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিলনা। তারা এ-ও মনে করতেন যে সিঙ্গেল সেল মানে হয়তো খুবই সহজ-সরল কিছু একটা! কিন্তু আজ অনেক ডারউইনবাদী নাস্তিক বিজ্ঞানী ডি.এন.এ এর জটিল গঠন প্রণালী ও জীবের আরো কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে অবশেষে ইউ-টার্ণ নিচ্ছেন! অভিজিৎ কি এ বিষয়ে এক্কেবারেই অজ্ঞ!

৭। 'বিজ্ঞানভিত্তিক রিসার্চ' মানেই তার উপর অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সাপোর্ট করার কোন যৌক্তিকতা নেই! এ্যাটমিক বোম্ব, রাসায়নিক অস্ত্র, জঙ্গি বিমান, পিস্তল/বন্দুক/রাইফেল ইত্যাদির উপর রিসার্চও পিওরলি বিজ্ঞানভিত্তিক। বিজ্ঞানভিত্তিক রিসার্চ বলেই এগুলোকে অভিজিৎ সাপোর্ট করেন কি না? যদি সাপোর্ট না করেন, সেক্ষেত্রে কি ওনি বিজ্ঞানের বিরোধীতা করেন? অতীতে যা হবার হয়েছে, আমার মনে হয় এখনই সময় বিজ্ঞানভিত্তিক কোন রিসার্চ শুরু করার আগে হিউম্যানিটির উপর তার পজেটিভ/নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বিবেচনা করা।

৮। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই স্ব-স্ব বিশ্বাসের উপর দাড়িয়ে আছে। আইরনিক্যালি উভয়েই গোঁড়া! তবে বিশ্বাসের মাত্রার উপর নির্ভর করে আস্তিকতার মধ্যে র্যাশনালিটি ও ফ্রি-থিংকিং এর 'রুম' আছে। একজন আস্তিকের নিজের বিশ্বাসকে রিফর্ম বা আপডেট করারও সুযোগ থেকে। *কিন্তু অপ্রমাণিত কোন বিষয়ে 'মানিনা' বা 'বিশ্বাস করিনা' বলার সাথে সাথে র্যাশনালিটি ও ফ্রি-থিংকিং এর দরজা বন্ধ হয়ে যায়!* 'মানিনা' বা 'বিশ্বাস করিনা' বলার পর আর কি-ই বা যুক্তি-তর্ক হতে পারে!

৯। 'ধর্মগ্রন্থ' ও 'বিজ্ঞানের গ্রন্থের' মধ্যে পার্থক্য করতে অনেকেই মনে হয় এখনও ভুল করে যাচ্ছেন। আরে বাবা বিজ্ঞানের গ্রন্থের মতো ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত আপডেট করে নতুন নতুন এডিশন বের করলে তো সেটা আর ধর্মগ্রন্থ থাকলো না! সেটাও পিওরলি বিজ্ঞানের গ্রন্থ হয়ে যাবে! যদিও খৃষ্টানরা নাকি নিয়মিত আপডেট করছে, তথাপি তারা বাইবেলকে এখনও গডের ইনফ্যালিবল ওয়ার্ড বলে চালিয়ে দিচ্ছে! এ এক ধরনের হিপক্র্যাসি! তাছাড়া 'ধর্মগ্রন্থ' ও 'বিজ্ঞানের গ্রন্থের' লক্ষ ও উদ্দেশ্যও তো বুঝতে হবে।

## বিজ্ঞানীরা যেভাবে কাজ করেন

ধরা যাক, একজন বিজ্ঞানী অজানা এক গ্রহতে যেয়ে অদ্ভুৎ একটি মেশিন দেখতে পেলেন! বিজ্ঞানীর মনে স্বাভাবিকভাবেই দুটি ব্যাসিক প্রশ্নের উদয় হবে :

১। মেশিনটির আবিষ্কার্তা কে (Who)?

২। এই মেশিন বা তার বিভিন্ন পার্টস্ কিভাবে (How) কাজ করে?

বিজ্ঞানীরা শুধু ২-নাম্বার প্রশ্ন নিয়েই কাজ করেন বা মাথা ঘামান, ১-নাম্বার নিয়ে নয়! ১-নাম্বার প্রশ্নটি বিজ্ঞানের আওতাভুক্তও নয়, তবে দর্শনের আওতাভুক্ত হতে পারে। ধর্মগ্রন্থ ১-নাম্বার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে (উত্তর ভুলও হতে পারে আবার সঠিকও হতে পারে, তবে ডেফিনেটলি ব্লাইন্ড নয়! যারা ব্লাইন্ড বলে তারাই আসলে ব্লাইন্ড!), ২-নাম্বার নিয়ে তেমন কিছু বলে নাই (তার কারণ হচ্ছে ২-নাম্বার প্রশ্নের উত্তর স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীলও হতে পারে)। *২-নাম্বার প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর পেয়ে যাওয়া মানেই ১-নাম্বার প্রশ্নের আবিষ্কার্তা 'নাই/উধাও' হয়ে যাওয়া নয়!* অভিজিৎ সহ অনেকেই ভেবে বা না ভেবে দুটো প্রশ্নকে বার বার গুলিয়ে ফেলেন! তবে হ্যাঁ, ২-নাম্বার প্রশ্নের সঠিক উত্তরের সাথে যদি কোন গ্রন্থের বর্ণনার বিস্তার কন্ট্রাডিকশন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে গ্রন্থটির অসারতার প্রতি ইঙ্গিত করা যেতে পারে। অভিজিৎ এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে ১-নাম্বার ও ২-নাম্বার প্রশ্ন একে অপরের সাথে কোলাইড করার কথা না। অর্থাৎ 'একটি পয়েন্টে' বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, ধর্মগ্রন্থের (কাইন্ড অব দর্শন) সেখানে শুরু, এন্ড ভাইসি-ভারসা। *আর নাস্তিকদের কাছে যেহেতু ১-নাম্বার প্রশ্নের কোনই ভ্যালু নেই, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আস্তিকদের থেকে তাদের চিন্তা-ভাবনার ডাইমেনশন লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে। এ সত্য স্বীকার করতেই হবে!*

আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, একজন ইঞ্জিনিয়ার একটি অটো-কন্ট্রোল্ড-ট্রেন বানিয়ে লাইনে বসিয়ে দিলেন। ট্রেনটি ঢাকা-টু-সিলেট অটোমেটিক্যালি যাতায়াত করছে। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনটি প্রত্যেক স্টেশনে গিয়ে থামছে, লোক নামাচ্ছে, লোক নিচ্ছে, তারপর আবার যাত্রা শুরু করছে। অভিজিৎ ট্রেনের একজন প্যাসেঞ্জার হয়ে ‘ড্রাইভার ছাড়া’ এই ‘অড্ডৎ ইভেন্ট’ অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্টেশনে গিয়ে অটোমেটিক্যালি ট্রেন থামা এবং চলা দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন আর বার বার প্রশ্ন করছেন, *‘ট্রেন তো দেখি কোন ড্রাইভার ছাড়াই চলছে এবং থামছে! প্রত্যেক স্টেশনে ইঞ্জিনিয়ার থেকে তো কোন ‘ওহী’ আসছে না! So, the Engineer does NOT exist!’* (উদাহরণ দুটির মাধ্যমে মহাবিশ্ব ও ক্রিয়েটরের সাথে এ্যানালজি টানা হয়েছে।)

অভিজিৎ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, *‘ট্রেনের আবিষ্কর্তা, ইঞ্জিনিয়ার, তো নিশ্চিতভাবে এক্সিস্ট করছে বাট হাউ এ্যাবাউট দ্য মহাবিশ্বের আবিষ্কর্তা?’* ওয়েল, ট্রেনের আবিষ্কর্তাকেই বা কতোজন স্ব-চক্ষু দেখেছে! এখানেই র্যাশনালিটি ও ফ্রি-থিংকিং এর ব্যাপার স্যাপার চলে আসবে। ধর্মগ্রন্থ এ বিষয়ে কিছু হিন্টস দিয়েছে। এই হিন্টস বা ইনফরমেশনের উপর ব্যাসিস করে নিজের মেধা ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করা বা না করা মানুষের নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অভিজিৎ বলেছেন ডারউইনবাদীরা নাকি (ফসিল নিয়ে রিসার্স করতে যেয়ে) ক্রিয়েটর নিয়ে কোন কমেন্ট করেন না! হাঁসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না! অভিজিৎ তাহলে বিখ্যাত ডারউইনবিদ রিচার্ড ডকিন্সের সেই বিখ্যাত উক্তি জানেন না! শুধু তা-ই নয়, স্রেফ ডারউইনবাদের উপর ব্যাসিস করে অনেকেই নাস্তিক হয়েছে, যেটা আমার কাছে কিছুটা হাস্যকরই মনে হয়! *ডারউইনবাদের উপর ব্যাসিস করে কোন গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হতে পারে (Provided that Darwinism is a FACT) কিন্তু ক্রিয়েটর ‘নাই’ হয়ে যায় কি করে!* বোঝাই যায়, মানুষ অত্যন্ত ন্যারো এ্যাপ্লে থেকে চিন্তা করে!

"Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist" - Richard Dawkins

আমার ‘মুদ্রার অপর পিঠ’ লেখাতে কোরান থেকে কোন উদ্ধৃতি যেমন দিই নাই তেমনি আবার কোরানের সাথে বিবর্তনবাদের কোন রকম সম্পর্কও টানি নাই। অথচ সেই লেখার উত্তর দিতে গিয়ে অভিজিৎ কোরান থেকে কিছু আয়াত কোট করে আনসায়েন্টিফিক ইভাডি বলেছেন। শুধু তাই নয়, অনেক ধান ভানতে শীবের গীত গেয়ে আমাকে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধেও বার বার ঠেলে দিয়েছেন! ওনি আমার লেখার দুটি পার্ট ভালোভাবে পড়লে হয়তো এমন আবোল-তাবোল বকতেন না।

যাহোক, অভিজিৎ নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমার ধর্মভিত্তিক লেখাগুলোতে সায়েন্টিফিক/আনসায়েন্টিফিক বিষয়গুলো উত্থাপন করিনা বললেই চলে (বিষয়টি নিয়ে আমি সেভাবে ভাবিনি। কোরান আনসায়েন্টিফিক প্রমানিত হলে আমার কি? আমি কি কারো ভাতে বেগুন দিয়ে বসে আছি নাকি!)। বিশ্বাস না হলে আমার লেখাগুলো আরেকবার পড়ে দেখুন। *আমি মূলতঃ হিউম্যানোটেরিয়ান ও ইসলামের-নামে-ভ্রান্ত-বিশ্বাসের উপরই জোড় দিয়ে থাকি, কারণ এই বিষয় দুটিই আমার কাছে বেশী রিয়্যালিস্টিক মনে হয়েছে।* তবে অভিজিৎ যেহেতু কোরানের আনসায়েন্টিফিক বিষয়গুলো বার বার উত্থাপন করছেন, এ বিষয়ে পরবর্তীতে ভাবার চেষ্টা করবো।

*সমস্যা কি জানেন, কিছু লোক যেমন কোরানের আয়াতের মধ্যে ‘পৃথিবী’ শব্দটাকে গুঁজিয়ে দিয়ে পৃথিবীকে ঘুড়াতে চায়; তেমনি আবার কেহ কেহ কোরানের মধ্যে ‘Flat’ শব্দটাকে গুঁজিয়ে দিয়ে পৃথিবীকে ‘Flat’-ও বানাতে চায়! বেশ ইন্টারেস্টিং, তাই না! শুধু তাই নয়, কেহ কেহ আবার কোরানের মধ্যে ‘Shoulder’*

শব্দটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে জ্বীনদের একে অপরের ঘারেও উঠিয়ে দিচ্ছে (বাই দ্য ওয়ে, জ্বীনদের একে অপরের ঘারে এর আগে মাত্র একজন উঠিয়ে দিয়েছে বলে জানতাম)! আরো মজার কাহিনী হচ্ছে, কিছু লোক পুরো বাইবেলকে কোরানের মধ্যে গুঁজিয়ে দিয়ে নূহের এলাকার এক ফ্ল্যাডকে (কোরান অনুযায়ী) গাঁজাখোরি কেচ্ছাও বানিয়ে দিচ্ছে! কোরান অনুযায়ী নূহের ফ্ল্যাডের বর্ণনাকে গাঁজাখোরি কেচ্ছা বা আনসায়েন্টিফিক বানাতে গেলে কতো সিলিম গাঁজা যে টানতে হবে কে জানে! এরকম সমস্যার সমাধান কি বলতে পারেন?

### জ্বীনদের একে অপরের ঘারে সওয়ার!

**72.8-9:** And (the Jinn who had listened to the Qur'an said): We had sought the heaven but had found it filled with strong warders and meteors. And we used to sit on places (high) therein to listen. But he who listeneth now findeth a flame in wait for him.

**37.6, 10:** We have indeed decked the lower heaven with beauty (in) the stars. Except such as snatch away something by stealth, and they are pursued by a flaming fire, of piercing brightness.

আমার জানা মতে কোরানে 'Shoulder' শব্দটা একবারও উচ্চারণ করা হয় নি! উপরোল্লিখিত চারটি আয়াতের কোন্ জায়গায় জ্বীনরা একে অপরের ঘারে চড়ে দাড়িয়ে আছে, অভিজিৎ? নাকি আয়াত নাম্বার ভুল করেছেন!

### কোরানের সমতল (Flat) পৃথিবী!

**15.19:** And the earth We have spread out (like a carpet); set thereon mountains firm and immovable; **and produced therein all kinds of things in due balance.**

**20.53:** "He Who has, made for you the earth like a carpet spread out; **has enabled you to go about therein by roads** (and channels); and has sent down water from the sky." **With it have We produced diverse pairs of plants each separate from the others.**

**43.10:** (Yea, the same that) has made for you the earth (like a carpet) spread out, and has made for you roads (and channels) therein, in order that ye may find guidance (on the way);

**50.7:** And the earth- We have spread it out, and set thereon mountains standing firm, and produced therein every kind of beautiful growth (in pairs)-

**51.48:** And We have spread out the (spacious) earth: How excellently We do spread out!

যদিও কোরানে 'ফ্ল্যাট' শব্দটা একবারও উচ্চারণ করা হয় নি, তথাপি কোরানের আলোকে পৃথিবীর আকার (Shape) ফ্ল্যাট, নাকি পিরামিডাকার, নাকি বর্তুলাকার, নাকি বাঁশের মতো, নাকি অক্টোপাসের মতো, নাকি অন্য কিছু ..... এই বিষয়টা বিশেষ করে সাধারণ মানুষের লাইফে কোন রকম এ্যাক্টিভ করে বলে মনে হয় না! পৃথিবীর আকার গোল আলুর মতো নাকি মিষ্টি আলুর মতো - তাতে কী-ই বা এমন আসে যায় বলুন! আচ্ছা, পৃথিবীটা কি সত্যি সত্যিই গোলাকার? কেন জানি আমার বিশ্বাস হয় না! গোলাকার হলে মানুষ আবার তার পৃষ্ঠে শুয়ে থাকে ক্যামনে! শরীর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যায় না কেন! আচ্ছা, গোলাকার বেড বানানো একদমই কি সম্ভব না? মনে করুন, গোলাকার বেডের কেন্দ্রে শক্তিশালী চুম্বক বসানো থাকবে, আর মানুষ তার সারফেসের উপর শুয়ে থাকবে? মনুষ্য তৈরী সকল বেডকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে পুরো পৃথিবীটাকে একটি বিশাল গোলাকার বেড কল্পনা করাটা কি অযৌক্তিক হবে?

অসম্ভব কি? আচ্ছা, মানুষ বেড়ে কেন শোয়? মেঝেতে কেন কার্পেট বিছানো হয়? কার্পেট কার উপর এবং কেন বিছানো হয়? কোরানের পৃথিবীটাকে (Earth) কার উপর এবং কেন বিছানো হয়েছে বলতে পারেন কি? এখানে ‘Earth’ বলতে ঠিক কী বুঝানো হয়েছে কখনও কি ভেবে দেখেছেন? আচ্ছা, অভিজিৎ কি পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে কিছু ভেতরে গিয়ে (say 5-10 miles) বাঁচতে পারবেন! ফসল ফলাতে পারবেন! অভিজিৎ কি ১০০% নিশ্চিত যে উপরোক্ত আয়াতগুলোতে পৃথিবীর আকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বা বুঝানো হয়েছে?

অভিজিৎ কি জানেন না যে রাস্তাঘাটে কেন কার্পেটিং করা হয়! কেনই বা ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছানো হয়! ঘরের মেঝেতে মানুষ কার্পেট বিছায় মূলতঃ কিছু কারণে। যেমন : মেঝে খসখসে হলে, মেঝে ঠান্ডা হলে, মেঝের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ইত্যাদি। অভিজিৎ কি এবার কার্পেটের সাথে মেঝের সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছেন? উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ‘Earth’ বলতে ঠিক কী বুঝানো হয়েছে এবার কি বুঝতে পারছেন? অভিজিৎের কাছে এবার কি ক্লিয়ার যে উপরোক্ত আয়াতগুলোতে পৃথিবীর আকার বুঝানো হয় নি, শুধু পৃথিবীর পাতলা পৃষ্ঠভাগকে (কার্পেটের মতো আরামপ্রদ, বসবাস ও ফসল ফলানোর যোগ্য ইত্যাদি) বুঝানো হয়েছে?

আচ্ছা অভিজিৎ, কোরানের ‘ফ্ল্যাট পৃথিবী’ কি নিজে কোরান পড়ে আবিষ্কার করেছেন নাকি অন্য কোথাও থেকে পেয়েছেন? না মানে বাই দ্য ওয়ে বললাম আর কি, যদিও সেটা কোন ব্যাপার না। আপনার উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো নিয়ে কখনও কি একটু মুক্তমনে ভেবেছেন! আগে পরের দু/একটি আয়াত কি একটু দেখেছেন, ঠিক কী বলতে চাওয়া হয়েছে! মুহাম্মদ শত্রু হলেও হতে পারে কিন্তু কাগজ কলমের লেখা একটি গ্রন্থ তো আর শত্রু হতে পারে না, তাই না! অন্যভাবে নেবেন না। এর পরও কি অভিজিৎ নিশ্চিত যে কোরান অনুযায়ী পৃথিবীর আকার সত্যি সত্যিই ফ্ল্যাট? একজন সংশয়বাদী হিসেবে একটুও কি মনে সংশয় নেই, যেহেতু কোরানে সরাসরি পৃথিবীর আকারকে ফ্ল্যাট বলা হয় নি! আচ্ছা, মুহাম্মদ যদি সত্যি সত্যি পৃথিবীর আকারকে ফ্ল্যাট মনে করতেন তাহলে তো কার্পেট বা অন্য কিছুর সাথে তুলনা না করে, তেনা না পেঁচিয়ে, সহজ-সরল-আনুপ্রাণিত্বশূন্য একটি কথার মাধ্যমে বলতে পারতেন, তাই না? তা বলেন নাই কেন? বোকা মুহাম্মদ সরাসরি কিছু না বলে কেনই বা অভিজিৎের সাথে যুক্তি-তর্কের ‘রুম’ রেখে দিলেন!

অভিজিৎ কি আয়াত ৩১:২৯ ও ৩৯:৫ কখনও পড়ে দেখেছেন। পৃথিবীর আকার ফ্ল্যাট/সমতল হলে রাত ও দিনকে ‘মার্জ’ করানো কি সম্ভব! কখনও ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেন নাই, তাই না। অভিজিৎ হয়তো বলতে পারেন, ‘ওয়েল, আমার উদ্দেশ্য তো আর সেটা না!’ নাকি বোকা মুহাম্মদ ‘মার্জ’ এর অর্থ বুঝতেন না!

**31.29:** Seest thou not that Allah *merges* Night into Day and he *merges* Day into Night.

[**Explanation:** Merging here means that the night slowly and gradually changes to day and vice versa. This phenomenon can only take place if the earth is spherical in shape. If the earth was flat, there would have been a sudden change from night to day and from day to night.]

**39.5:** He makes the Night *overlap* the Day, and the Day *overlap* the Night.

[**Explanation:** The Arabic word used here is *Kawwara* meaning ‘to overlap’ or ‘to coil’ – the way a turban is wound around the head. The overlapping or coiling of the day and night can only take place if the earth is spherical in shape.]

দীর্ঘদিন ধরে চেপে বসা ‘সমতল পৃথিবীর ভূত’ অভিজিতির মাথা থেকে সরাতে পারলাম কিনা কে জানে! যদি পেরে থাকি, সেক্ষেত্রে কোরানে বিশ্বাস না করেও অভিজিত এবার বালির মধ্যে থেকে মাথাটা বের করে নিদেনপক্ষে এক জনকে কি বুঝাতে সক্ষম হবেন যে কোরানে পৃথিবীর আকারকে সমতল বলা হয় নি? অনুরোধটা রাখবেন কি!

## কোরানের অনড় (Immovable) পৃথিবী!

27.61 YUSUFALI: Or, **Who has made the earth firm to live in; made rivers in its midst**; set thereon mountains immovable; and made a separating bar between the two bodies of flowing water? (can there be another) god besides Allah? Nay, most of them know not.

30.25 YUSUFALI: And among His Signs is this, that heaven and earth stand by His Command: then when He calls you, by a single call, from the earth, behold, ye (straightway) come forth.

SHAKIR: And one of His signs is that the heaven and the earth **subsist by His command**, then when He calls you with a (single) call from out of the earth, lo! you come forth.

15.19 YUSUFALI: And the earth We have spread out (like a carpet); set thereon mountains firm and immovable; and produced therein all kinds of things in due balance.

অভিজিতির উল্লেখিত ছয়টি আয়াতের প্রাসঙ্গিক তিনটি আয়াত কোট করলাম। অভিজিৎ কি ১০০% নিশ্চিত যে উপরের আয়াতগুলো অনুযায়ী পৃথিবী সত্যি সত্যিই ঘুরছে না? ওনি কি আরো নিশ্চিত যে উপরের আয়াতগুলোতে পৃথিবীর ঘূর্ণন/অঘূর্ণন বিষয়ে বলা হচ্ছে? আয়াত ৩০:২৫ তে দেখুন, শাকির ‘Subsist’ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। কোরানের কোথাও যেহেতু ‘পৃথিবী ঘুরছেনা’ কথাটা বলা নেই, সেহেতু আয়াতগুলোতে যুক্তি-তর্কের ‘রুম’ রয়ে গেছে। *কেহ যদি উপরের আয়াতগুলোর আলোতে গোঁ ধরে বলে যে ‘পৃথিবী ঘুরছেনা’, সেটা যেমন তার দৃষ্টিকোন থেকে ঠিক আছে; তেমনি আবার কেহ যদি বলে যে কোরানে ‘পৃথিবী ঘুরছেনা’ এরকম কোন ইশারা-ইঙ্গিত নেই, সেক্ষেত্রেও কিন্তু কারো বাবার সাধ্য নেই তাকে লজিক্যালি হার মানায়!* বোকা মুহাম্মদ ‘পৃথিবী ঘুরছে’ বা ‘পৃথিবী ঘুরছেনা’ সরাসরি না বলে এখানেও অভিজিতির সাথে যুক্তি-তর্কের ‘রুম’ রেখে দিয়েছেন! এক্সপ্লিসিটলি যে কোন একটি বললেন না কেন? থিংক এ্যাবাউট ইট!

## বিবর্তনবাদ!

আমার জানা মতে কোরানে একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে কিছু বলা নেই। মানুষের সৃষ্টি নিয়ে যা কিছু হিন্টস্ দেওয়া আছে সেই হিন্টস্ এর উপর ব্যাসিস করে কোরান ফলোয়ারদের বিবর্তনবাদকে মেনে নিতে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। কোরানে হিন্টস্গুলি এমনভাবে দেওয়া আছে যে বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য প্রমানিত হলে যেমন মেনে নেওয়া সম্ভব তেমনি আবার ভুল প্রমানিত হলেও মেনে নেওয়া সম্ভব! অর্থাৎ কোরান ফলো করে দু-নৌকায় পা দিয়ে থাকা সম্ভব! বোকা মুহাম্মদ বাইবেলের মতো এক্সপ্লিসিটলি কিছু না বলে কিভাবে ‘উভয় সাইড’ মেনে নেওয়ার মতো ‘রুম’ রেখে দিলেন সেটাও ভাবনার বিষয়! আর বোকা মুহাম্মদ যেহেতু রুম রেখেই দিয়েছেন সেহেতু এরকম সুযোগ নিতেও তো কোন সমস্যা নেই! অভিজিৎ বিষয়টি না ভেবেই এমন এক বেফাস মন্তব্য করেছেন যার কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি না। কাউকে একই সাথে কোরান ডিফেন্ডার এবং বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার আগে অভিজিৎ কি বিষয়টি নিয়ে মুক্তমনে একটু ভেবেছেন? অভিজিৎ কি জানেন না যে কিছু কোরান ফলোয়ার অনেক আগে থেকেই বিবর্তনবাদকে সাপোর্ট করে আসছে? সেক্ষেত্রে আমাকে

আবার ‘অসাধু’ পন্থা অবলম্বন করতে হবে কেন? আর কে-ই বা ‘অসাধু’ পন্থায় কোরান দিয়ে বিবর্তনবাদকে সাপোর্ট করলেন, অভিজিৎ কি ক্লিয়ারলি ব্যাখ্যা করবেন? দেখুন তো আয়াত তিনটি (Q.4:1, 76:1, 71:14) মানুষের অরিজিন সার্ভের জন্য একটি স্টার্টিং টপিক হতে পারে কিনা? কোরানের আগে কোন্ গ্রন্থ (I mean, ‘ANY’) মানুষের অরিজিনের উপর এরকম সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে বলতে পারেন কি?

4.1 YUSUFALI: O mankind! reverence your Guardian-Lord, who created you **from a single being**.

76.1 YUSUFALI: Has there not been over Man a long period of Time, when **he was nothing - (not even) mentioned?**

SHAKIR: There surely came over man a period of time when he was a thing **not worth mentioning**.

71.14 YUSUFALI: Seeing that it is He that has created you in **diverse stages?**

SHAKIR: And indeed He has created you through **various grades**.

বিবর্তনবাদের উপর যত রেফারেন্স আছে তার সর্ব প্রথমে এই আয়াত তিনটিকে স্টার্টিং টপিক হিসেবে বসানো যায় কি না ভেবে দেখুন তো! *জানি, কোরানের নাম শুনলেই ছি! ছি! ছি! রাম! রাম! রাম! করে লাঠি-সোটা নিয়ে তেড়ে আসবেন! সম্ভব হলে হয়তো গুট-ও করবেন!* কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আয়াতগুলো এখনও কোরানে রয়ে গেছে! ভেগ? ন্যাচার’স ফ্লুক? কি বলতে চান! ‘স্টার্টিং টপিক’ সাধারণত ভেগ-ই হয়ে থাকে, পি.এইচ.ডি করে বিষয়টি অভিজিৎের না বোঝার কথা না। আমার সুপারভাইজর এক লাইনের এক ‘ভেগ টপিক’ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ প্রায় দু’বছর নিজে খাটাখাটি করে অনেক এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা, ফিগার ও রেফারেন্স দিয়ে ৪০ পেজের এক পেপার লিখে জার্নালে পাঠানোর আগে ওনার নাম ১-নাম্বারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, ‘I think my contribution is greater than yours. That's why I put my name as the first/contributory author’ (আমার ইংরেজী দুর্বল হওয়াতে ওনি অবশ্য সুন্দর করে পলিশ করেছিলেন এবং কিছু এ্যাডভাইসও দিয়েছিলেন)। তখন কিছুটা আশ্চর্য হলেও পরে বুঝেছি ‘স্টার্টিং টপিক’ এর ভ্যালু কতো! আইডিয়া/টপিক হাতে পেলে তো সবাই কম-বেশী কাজ করতে পারে, কিন্তু আইডিয়া/টপিক পাওয়াটাই তো সবচেয়ে কঠিন!

এখন কেহ যদি বলে, *‘রায়হানের জার্নাল পেপার সায়েন্টিফিক - তার কারণ হচ্ছে সেখানে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা সহ অনেক টেবল, ফিগার ও রেফারেন্স দেওয়া আছে; কিন্তু সুপারভাইজরের দেওয়া ‘ভেগ টপিক’ আনসায়েন্টিফিক - কারণ এক্সপেরিমেন্ট করে এই টপিক দেওয়া হয়নি!’* ... সেক্ষেত্রে আগে তার মাথা-মুণ্ডু আলট্রাসোনো করে টেস্ট করা দরকার! *আইডিয়া/টপিক কখনও আবার সায়েন্টিফিক হয় না কি?* অভিজিৎ নিশ্চয় জানেন যে আইডিয়া আসে মূলতঃ চিন্তা-ভাবনা বা দর্শন থেকে, আর সেই আইডিয়া/টপিক এর উপর ডিটেল্‌স রিসার্চ হয় সায়েন্টিফিক্যালি। আইডিয়া/টপিক কতোটা লজিক্যাল/ভ্যালিড, সেটা সায়েন্টিফিক্যালি রিসার্চ করার পরই কেবল জোর দিয়ে বলা যেতে পারে। এখন বিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা কোরান থেকে কোন আইডিয়া/টপিক নিয়েছেন কি না? আমার উত্তর হচ্ছে, আই ডন্ট কেয়ার! কোরান একটি ওপেন গ্রন্থ, পেটেন্ট করা নয়! তারা নিতেও পারেন বাবার নাও পারেন। আই এ্যাবসলিউটলি ডন্ট নো! দ্বিতীয় এবং এ্যাজ ইউজুয়াল প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিমরা কোরান পড়েও কিছু আবিষ্কার করতে পারছে না কেন? আমার উত্তর হচ্ছে, আই ডন্ট কেয়ার ইদার! মোদা কথা হচ্ছে কোরানে কিছু আইডিয়া/টপিক রয়ে গেছে! অভিজিৎ কি বিশ্বাস করেন যে আইনষ্টাইন একদম শূন্য থেকে রিলেটিভিটি থিওরি আবিষ্কার করেছেন? তাঁর মাথায় কি রিলেটিভিটির উপর প্রাইয়র কোনই আইডিয়া ছিল না?



বিবর্তনবাদের উপর কোরানে আরো কিছু হিন্টস্ আছে। অভিজিৎ কি নীচের আর্টিকলটা পড়েছেন। না পড়ে থাকলে দয়া করে পড়ে নিন। অভিজিৎ আমাকে জোর করে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে ঠেলে দিতে গিয়ে মনে হয় বেশ বিপাকেই পড়লেন! বিবর্তনবাদের উপর জীবনে একটিমাত্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতেই অভিজিৎ বলেছেন আমি নাকি বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছি; কারণ, সো এন্ড সো! এ আবার কেমন কথা! উঠে পড়ে লাগার কি আছে! অভিজিতকে কে বুঝাবে যে আমি কিছু ডারউইনবাদীদের ডিসিপশন ও তাদের গড নিয়ে কনক্লুশনের সমালোচনা করেছি, বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে লিখি নাই। ‘সমালোচনা’ ও ‘বিরুদ্ধাচারন’ এক জিনিস নয়! *সমালোচনার অর্থ হচ্ছে রিফর্মেশন, আর বিরুদ্ধাচারনের অর্থ হচ্ছে ইর্যাডিকেশন*। বিজ্ঞানীরা সাধারণত ইর্যাডিকেশন/বিরুদ্ধাচারন নিয়ে তেমন একটা ভাবে না। তারা মেইনলি সমালোচনা করে। বিজ্ঞানীদের এই আইডিয়াকেই আমি ফলো করি।

[Recently, within the past couple of decades, there has been a revival of the debate between evolutionism and creationism. By creationism, believing that God created life without the process of evolution, is meant. The Christian creationists believe that God directly created life from clay. The process by which He created the world is not explainable, according to them, because the laws involved were not the same as the existing laws of the universe. Many Muslims are left wondering where they should stand on this topic. Almost every educated Muslim believes in the evolution of lower life forms, but not as many believe in the evolution of man. Do they believe this because of the Qur’an, or because they were fed these beliefs by their parents and teachers?

When one studies the Qur’an to see references to creation, it makes much sense to look at Muslim scientists interpretations of certain verses of the Qur’an, who lived in the early days of Islam. When this is studied it is realized that Darwin, who gets the credit for the idea of natural selection and evidence for evolution, was one thousand years late in the discovery. The Muslim scientists ibn Kathir, ibn Khauldun, ibn Arabi, ibn Sina, among other scientists, such as the Ikhwan school of thought, arrived at the same conclusions as Darwin with a convincing amount of evidence. Every Muslim school and mosque used to teach evolution up until a few hundred years ago. Some westerners, including Darwin’s contemporary, Sir William Draper, called it the Mohammedan Theory of Evolution. Draper admitted that the Muslim version was more advanced than Darwin’s, because in the Muslim version, the evolution starts out with minerals. The Muslim scientists used the Qur’an as their guide in doing this. Even in the most simple statement of human creation that is mentioned in the Qur’an, evolution is implied: ‘We initiated your creation (khalaqa), and then we shaped you...’ (7:11) The Qur’an says that humans were alive while still being shaped. This implies that either humans were made from clay, but were alive even before being molded into shape or that the initiation of creation represents the first life and the shaping is the evolution. A time lapse is definitely implied. The word ‘khalaqa’ is derived from the root kh-l-q, which is usually translated as simply ‘to create.’ This definition does not give the word justice, though. The original dictionary meaning is ‘to create gradually in successive stages, each one being different from the previous.’ (71:14) The word is almost interchangeable with the word ‘evolve,’ which is defined, according to The American Heritage Dictionary as ‘to undergo gradual change.’ For this reason, khalaq will be used instead of create and will be treated as an English word ....]

**Please do continue here:** <http://www.talkorigins.org/origins/postmonth/nov96.html>

### **One cannot have his cake and eat it too!**

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে কিছু না বললেই নয় আর সেটা হচ্ছে *‘বাইবেল থেকে কোরান কপি করা হয়েছে!’* ধরা যাক, ৯-১১ ইভেন্টের উপর তিনজন এক্সপার্ট আলাদা-আলাদা ভাবে রিপোর্ট তৈরী করলেন। পরে তিনটি রিপোর্ট তুলনা করে দেখা গেল যে কিছু কিছু পয়েন্ট মিলে যাচ্ছে। কিছু পয়েন্ট মিলে যাওয়া মানে এই নয় যে একজন আরেকজন থেকে কপি করেছেন! এবার দু’জনার রিপোর্ট যদি

সায়েন্টিফিক্যালি ভুল প্রমানিত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তৃতীয় জনের রিপোর্টও অটোমেটিক্যালি ভুল প্রমানিত হবে না, যদি না সেটাও ভুল প্রমানিত হয়। নূহের ফ্ল্যাড, বিবর্তনবাদ ইত্যাদি নিয়ে কেহ কেহ বার বার স্বজ্ঞানে/অজ্ঞানে একই ভুল করে যাচ্ছেন! অর্থাৎ কিছু বিষয়ে বাইবেল যেহেতু আনসায়েন্টিফিক প্রমানিত হয়েছে সেহেতু একই বিষয়ে কোরানও অটোমেটিক্যালি আনসায়েন্টিফিক হতে বাধ্য; তার কারণ, বাইবেল থেকে কোরান কপি করা হয়েছে! *‘বাইবেল থেকে কোরান কপি করা হয়েছে’ - কথাটা বলা যতটা সহজ তার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন সেটাকে ডিফেন্ড করা! সমস্যা হচ্ছে, প্রশ্ন করলে তো অনেকে আবার এড়িয়ে যায়! প্রশ্নকে সবাই ভয় পায়! আর ‘বাইবেল থেকে কোরান কপি করা হয়েছে’ কথাটাও তেমন একটা ধোপে টেকেনা; কারণ, কোরান নিজেই স্বীকার করে, সকল মূল ধর্মগ্রন্থ একই সোর্স থেকে আগত!*

নূহের ফ্ল্যাডের উপর বাইবেলে ইল্যাবোরেট বর্ণনা আছে। সেই ইল্যাবোরেট বর্ণনা মতে অনেকে নূহের ফ্ল্যাডকে আনসায়েন্টিফিক প্রমান করেছেন। কোরানে একই বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। *আমি কিছুটা চ্যালেঞ্জের সুরেই বলছি, কারো সাধ্য নেই কোরানের বর্ণনা অনুযায়ী নূহের ফ্ল্যাডকে গাঁজাখোরি কেচ্ছা বা আনসায়েন্টিফিক প্রমান করে। প্রশ্ন হচ্ছে, বোকা মুহাম্মদ কিভাবে বাইবেলের আনসায়েন্টিফিক ইল্যাবোরেট বর্ণনাকে সংক্ষিপ্তাকারে কাট-এন্ড-পেস্ট করে লজিক্যাল বানিয়ে দিলেন? কিভাবে বাইবেলের আনসায়েন্টিফিক পয়েন্টগুলো বাদ দিয়ে শুধু লজিক্যাল অংশ কপি করলেন? জবাব নেহি! এরকম আরো কিছু পয়েন্ট আছে, যেমন বিবর্তনবাদ।*

দুটি গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু ঘটনার বর্ণনা কিছুটা মিলে গেলেই যদি আগের গ্রন্থ থেকে কনসেপ্ট/টপিক কপি করা হয় সেক্ষেত্রে তো (এই লজিক অনুযায়ী) বিজ্ঞানীরাও কোরান থেকে কিছু কিছু টপিক কপি করেছেন! অধিকন্তু, কোরানের মধ্যে জোর করে কিছু ‘এক্সট্রাটেরেস্টিয়াল টার্ম’ ও ‘বাইবেল’ গুঁজিয়ে দিয়ে কোরানকে অসার প্রমান করা বেশী লজিক্যাল, নাকি কোন রকম ‘টার্ম’ গুঁজিয়ে না দিয়েও ‘কিছু আবিষ্কারের হিন্টস/টপিক/ইঙ্গিত কোরানে আছে’ এরকম কিছু দাবী করা বেশী লজিক্যাল? কোনটা অসাধুতার মধ্যে পড়ে? কিছু ‘টার্ম’ গুঁজিয়ে দেওয়া, নাকি কিছু গুঁজিয়ে না দিয়েও কোরানের আলোকে কিছু ‘দাবী’ করা (হোক না, সে দাবিটা একটু বাড়াবাড়ি!)?

**ফিঙ্গার প্রিন্টের আইডিয়া/হিন্টস** (দেখুন : Q.75:4 Nay, We are able to put together in perfect order the very tips of his fingers.)

**বিগ ব্যাং-এর আইডিয়া/হিন্টস** (দেখুন : Q.21:30 Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together (as one unit of creation), before we clove them asunder? We made from water every living thing. Will they not then believe?)

**মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের আইডিয়া/হিন্টস** (দেখুন : Q.51:47 We constructed the sky with our hands, and we will continue to expand it.)

এরকম আরো কিছু আইডিয়া/হিন্টস আছে! চোখ থাকতে কিভাবে মানুষ এই সুস্পষ্ট আইডিয়া/হিন্টস গুলো অস্বীকার করে? কোন রকম ‘টার্ম’-ও তো গুঁজিয়ে দেওয়া হয়নি! *একজন খ্রোঁট জিনিয়াসের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু হিন্টস দরকার আছে কি? এবার কিন্তু যারা বাইবেল থেকে কোরান কপি করার কথা বলে তারাই আবার লাঠি-সোটা নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসবে! আর অভিজিৎ এবার আমাকে ‘কার’ সাথে যে তুলনা করে সেটা ভাবতেই গা শিহরে উঠছে! ওয়েল, আমার লজিক হচ্ছে ‘One cannot have his cake and eat it too!’ ‘বাইবেল থেকে কোরান কপি করা হয়েছে’ কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে ‘বিজ্ঞানীরাও কোরান থেকে কিছু কিছু আইডিয়া/টপিক কপি করেছেন’ এ কথা সত্য হবে না কোন্ দুঃখে! আমি কিন্তু কিছু লোকের ‘দাবীকেই’ খন্ডন করার চেষ্টা করছি!*

ইসলামের দু'নম্বর সোর্স অনুযায়ীও মুহাম্মদ ২৫ বছরের টগবগে বয়সে ৪০ বছরের এক প্রৌঢ় মহিলা খাদিজাকে বিয়ে করে আরো দীর্ঘ ২৫ বছর আইডিয়াল লাইফ লিড করেছেন। খাদিজার মৃত্যুর পরও প্রায় ২-৩ বছর কোন ওয়াইফ ছাড়াই একা কাটিয়েছেন। অর্থাৎ ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত কোন নারীর সংস্পর্শ ছাড়া, ২৫-৫০ বছর পর্যন্ত মনোগ্যামাস লাইফ এবং ৫০-৫৩ বছর পর্যন্ত একা আইডিয়াল লাইফ লিড করেছেন। কোরানে আয়েশা বা দশ-বারো জন ওয়াইফ সম্বন্ধে কিছুই বলা নেই। *কিছু লোক একদিকে বলে 'মুহাম্মদ ধন-সম্পত্তির লোভে খাদিজাকে বিয়ে করেছেন', আবার পরক্ষণেই বলে 'মুহাম্মদ একজন সেক্সুয়াল ম্যানিয়াক ছিলেন'!* Again, one cannot have his cake and eat it too! The two propositions cannot be added up!

কিছু লোক একদিকে বলে 'I do not believe in God', আবার পরক্ষণেই বলে 'Qur'an is not the word of God'! যখনই কেহ বলবে 'Qur'an is not the word of God' তার মানে এই দাড়াই যে, লোকটি যে শুধু গড়ে বিশ্বাস করে তা-ই নয় সেই সাথে গড়ের ওয়ার্ড কেমন হবে সে বিষয়েও অভিজ্ঞ! অর্থাৎ লোকটি গড়ে বিশ্বাসী এবং গড়ের ওয়ার্ড সম্বন্ধেও পরিচিত কিন্তু শুধু কোরানকে গড়ের ওয়ার্ড হিসেবে মেনে নিতে পারছে না। *তিন্ত হলেও সত্য যেটা সেটা হচ্ছে একজন মানুষ একই সাথে এরকম সেল্ফ কন্ট্রাডিকটরি কথা বলতে পারে না : 'I do not believe in God' এবং 'Qur'an is not the word of God'!* গড়ে অবিশ্বাসী কোনভাবেই বলতে পারেনা যে ওমুক/তমুক গড়ের ওয়ার্ড বা না! অভিজিৎ বিষয়টি নিয়ে কখনও ভেবেছেন কিনা জানি না। ওনার স্ট্যান্ড অনুযায়ী ভাবার হয়তো অবকাশই পাননি! অভিজিৎ হয়তো এবার অভিমান করে বলতে পারেন, *'রায়হান ধর্ম নিয়ে যুক্তি-তর্কের দরজা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে!*' ওয়েল, এরকম উদ্দেশ্য আমার মোটেও নেই, বরং আমি যুক্তি-তর্কের দরজা ওপেন করার-ই যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে লজিক দিয়ে যদি কোন 'দরজা' বন্ধ করা যায় সেক্ষেত্রে কারো মনে নিতে আপত্তি থাকার কথা না! অন্যথায় বেটার/সুপিরিয়র লজিক দ্বার করাতে হবে।

## বিবিধ!

কারো এক লেখা থেকে শমসের আলী সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তার বেশী কিছু জানি না। তবে বেশী কিছু না জেনেও আমি মনে করি শমসের আলীর সাথে 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার' লেখকের তেমন কোন পার্থক্য নেই (যদিও রিচার্ড ডকিন্স আমার একজন অত্যন্ত পছন্দের মানুষ)! পার্থক্য হচ্ছে, একজন মডারেট আন্তিক অন্যজন গাঁড়া নাস্তিক; একজন কালো চামড়ার অন্যজন সাদা চামড়ার; একজন বাংলাদেশী অন্যজন বৃটিশ; একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অন্যজন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। এই যা পার্থক্য! 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার'-এর মেকার তো আর নিজে ব্লাইন্ড না! নিজে ইন্টেলিজেন্ট হয়ে 'ইন্টেলিজেন্সকে' একদম অস্বীকার করা যায় কিভাবে! 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার' তো আর নিজে থেকে তৈরী হয়ে মার্কেটে আসেনি! 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার'কে কিন্তু একজন অত্যন্ত স্মার্ট ও ইন্টেলিজেন্ট মেকার তৈরী করেছে! নাকি সেই ইঞ্জিনিয়ারের মতো 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকারের' মেকারও ডাজ নট এক্সিস্ট!

অভিজিৎ কি 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার' বা রিচার্ড ডকিন্সের সাথে কিছু কিছু বিষয়েও দ্বিমত পোষন করেন না? একটি পয়েন্টেও না! 'ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার' নিয়ে কি কোনই সংশয় নেই! কিছু কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষন করে থাকলে বা কোন রকম সংশয় থেকে থাকলে কেন দ্বিমত পোষন করেন বা কেন সংশয় করেন তার উপর একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে পারেন কি না? জাস্ট ওয়ান আর্টিকল? হাউ এ্যাবাউট অন্ ডারউইন, ভিক্টর স্টেঙ্গার এট অল? ক্রিয়েটরের অনস্তিত্ব নিয়েও কি মনে কোনই সংশয় নেই! অভিজিৎ কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে তার কোন ক্রিয়েটর নেই! ক্রিয়েটরের অনস্তিত্ব নিয়ে যদি এখনও কিছু সংশয়

থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে কেন সংশয় আছে তার উপর একটি প্রবন্ধ লিখতে পারেন কি না? জাস্ট ওয়ান আর্টিকল ইন হোল্‌ লাইফ!

অভিজিৎ কি নিশ্চিত যে *কোরানের পদে পদে স্ববিরোধীতা আর হাজারো ভুল তথ্যে (আজকের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে) ভরপুর!* দয়া করে নিদেনপক্ষে পাঁচশত (<৫০%) স্ববিরোধী ও ভুল তথ্যের সংক্ষিপ্ত একটি লিস্ট করে জনগণকে জানাবেন কি (বাই দ্য ওয়ে, ১০ ও ১০০০ এর মধ্যে পার্থক্য কিন্তু ৯৯০)? দেখুন, লজ্জার কিছু নেই! তবে ব্যক্তিগত একটি অনুরোধ, সেটা হচ্ছে, কোন একটি পয়েন্ট লিস্টে ঢুকানোর আগে দয়া করে মুক্তমনে বিভিন্ন এ্যাপ্‌কে থেকে নিজেকে দু/এক বার প্রশ্ন করে নেবেন। অন্যথায় এই ধরনের জেনারেলাইজড এয়ারি স্টেটমেন্টের কোন লজিক্যাল/সায়েন্টিফিক ভ্যালু নেই। যাহোক, অভিজিৎের *‘কোরানের পদে পদে স্ববিরোধীতা আর হাজারো ভুল তথ্যে ভরপুর’* কথাতে একদম তোতা পাখির বুলি মনে হচ্ছে! আর সারাক্ষণ হিউম্যান বিদ্বেষী ও গোঁড়া নাস্তিক সাইটে ঘুর ঘুর করলে হবেই না বা কেন! কোন বিষয়ের উপর ‘মুক্তমনে সমালোচনা করা’ আর ‘শুরুতেই সেই বিষয়ের ১৮০ ডিগ্রি ফেজে অবস্থান নিয়ে সমালোচনা শুরু করা’ তো আর এক জিনিস নয়! ইন্টারনেটের সুবাদে দু’ঘণ্টার এক গুগল সার্চ দিয়ে কোরানের একদম নাড়ি-নক্ষত্র (হাজার হাজার আনসায়েন্টিফিক আয়াত থেকে শুরু করে শত শত ভায়োলেন্ট আয়াত, ডজন ডজন হেইটফুল ও নারী বিরোধী আয়াত ইত্যাদি) আবিষ্কার করতে পারাটাও কোন ব্যাপার না!

*ধরা যাক, অভিজিৎ জীবনে কখনও কোন ইসলাম রিলেটেড ওয়েবসাইট, মিডিয়া, বই-পুস্তক বা এমনকি মুসলিমদের সংস্পর্শেও আসেন নি। সেক্ষেত্রে তার হাতে কোরান তুলে দিয়ে যদি মন্তব্য করতে বলা হতো তখনও কি অভিজিৎ একই মন্তব্য করতেন? অর্থাৎ, কোরানের পদে পদে স্ববিরোধীতা আর হাজারো ভুল তথ্যে ভরপুর? দু/একটি বিষয়ে হলেও অভিজিৎ কি কখনও কোন মুসলিম স্কলারের সরণাপন্ন (এনিহাউ) হয়েছেন? দু/এক জন স্কলারকেও কি রিলাইয়েবল বা অভিজিৎের চেয়ে কিছুটা বেশী জানা মনে হয় নি? আচ্ছা, অভিজিৎের যে পয়েন্টগুলোতে সংশয় আছে সেই পয়েন্টগুলোর উপর যদি সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে যান (say) সেক্ষেত্রে অভিজিৎ কোরানকে ‘গডের ওয়ার্ড’ হিসেবে মেনে নিতে রাজি আছেন কি? এ’রকম ইচ্ছা কি কখনও ছিলো, অনেস্টলি?*

সদিচ্ছা থাকলে, কোরান ছাড়া সকল ইসলামিক সোর্সকে গার্বোজে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সকল মুসলিমদের কিছুদিনের জন্য মনে মনে নরকে পাঠিয়ে, কোরানটা একবার অন্ততঃ মুক্তমনে কাভার-টু-কাভার পড়ে নিতে পারতেন। আমি ৯৯.৯৯৯% নিশ্চিত যে অভিজিৎ কোরান কাভার-টু-কাভার পড়েন নি! অভিজিৎ হয়তো বলতে পারেন, *‘সমালোচনার জন্য কাভার-টু-কাভার পড়ার আসলে দরকার হয় না।’* তা ঠিক, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু’লাইনের মাঝখানেও যে হিডেন একটি লাইন থাকে সেই লাইনটাও হয়তো অনেকে পড়ার অবকাশ পান না! ধর্মগ্রন্থ (এ্যালার্জিক?) হিসেবে না হলেও সিম্পলি আর দশটা গ্রন্থের মতো একটি গ্রন্থ হিসেবেও তো পড়ে নেওয়া যায়। আমি কিন্তু তাই করি। আর পড়লেই বিশ্বাস করতে হবে, নট নেসেসারি। কোরানের মধ্যে এমন কোন ম্যাগনেট বা মাউস-ট্র্যাপও নেই যে হাতে নিলেই খপ করে আটকে ধরবে! বরং এই ইন্টারনেটের যুগে মাউস-ট্র্যাপ নিজের হাতের মুঠোতেই থাকে!

মানুষ তো জীবনে অনেক ধরনেরই টেস্ট করে, তাই না। কখনও সাক্সেসফুল হয় কখনও বা হয় না। সেটাই স্বাভাবিক। অভিজিৎের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফ্রি-থিংকার হিসেবে কোরানকে ডিফেন্ড করার কখনও চেষ্টা করেছেন কি না? জাস্ট ‘টেস্ট প্রজেক্ট’ হিসেবে? না, বিশ্বাস করতে হবে না; ইচ্ছে করলে যে কোন সময় ‘ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকারে’ আবার ফিরে যেতে পারবেন। তবে কন্ডিশন হচ্ছে, সকল প্রকার প্রচলিত

বিশ্বাস/হ্যাট্‌ড (যদি থাকে) হার্ড ডিস্ক থেকে ডিলিট করে ১০০% মুক্তমনে করতে হবে। অভিজিৎ হয়তো ছি! ছি! ছি! করে বলবেন, ‘রায়হানের মাথামুন্ডু খারাপ হলো নাকি! আমি হিন্দু ধর্মের ঘড়ে জনগ্রহন করে হিন্দু ধর্মকেই ত্যাগ করে নাস্তিক হয়েছি, আর রায়হান কিনা ঠেররিষ্ট মুসলিমদের ম্যানুয়াল (কোরান) ডিফেন্ড করতে বলে! ছি! ছি! ছি! তার আগে বরং মৃত্যুও শ্রেয়!’ ওয়েল, সেক্ষেত্রে তাহলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দিয়েই যাত্রা শুরু করুন না। তারপর তরাহ-বাইবেল হয়ে অবশেষে যদি ইচ্ছে হয় তখন না হয় ঠেররিষ্টদের ম্যানুয়াল নিয়ে ভাবতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তুলনামূলক একটি রেজালটও পাবলিশ করতে পারবেন। বিজ্ঞানীরা কিন্তু প্রায়শই তুলনামূলক আলোচনা করে থাকেন। তুলনা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীরা এগোতে পারেন না।

ধরা যাক, অভিজিৎের হাতে কোরানের একটি কপি তুলে দিয়ে বলা হলো : অভিজিৎ সাহেব, আপনি ইচ্ছেমতো এডিট-এ্যাডিশন-সাবট্র্যাকশন ইত্যাদি করে বলুন, *এবার কোরানকে গডের ওয়ার্ড বলা যেতে পারে।* তবে কন্ডিশন হচ্ছে : ‘কেন?’ ‘কিভাবে?’ ও ‘কোন ব্যাসিসে?’ - এই প্রশ্ন তিনটির উত্তর অবশ্যই দিতে হবে! অভিজিৎ কি পারবেন এরকম একটি সহজ-সরল টাস্ক নিতে? অথবা, অভিজিৎ নিজেও একটি বই লিখে দাবি করতে পারেন, *এই বইটা গডের ওয়ার্ড।* গডের ওহী পেতে হবে, নট নেসেসারি! জাস্ট ‘গডের ওহী’ নামে চালিয়ে দেবেন, মুহাম্মদ যেটা করেছেন! কথা দিচ্ছি, আমি প্রফেট অভিজিৎের প্রথম আবু বকর সিদ্দিক (The greatest fool?) হবো! বালির মধ্যে মাথা গুঁজে থাকা গরু-গাধা-ছাগলদের একটু দেখিয়ে দেন না, অর্থাৎ মুহাম্মদ ১৪০০ বছর আগে যা করেছেন সেটা এই আধুনিক যুগে করা কোন ব্যাপারই না! আধুনিক যুগে তো আরো সহজ হওয়ার কথা, তাই না? আমি তো মনে করি অভিজিৎ মুহাম্মদের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী-গুণি, অনেষ্ট, স্মার্ট, ইন্টেলিজেন্ট, রাশনালিষ্ট এন্ড সো অন। চৌদ্দ’শ বছরের ডিফারেন্স! তা হওয়াটাই স্বাভাবিক, তাই না। মুহাম্মদের কথা আর মুখে নেবেন না! মুহাম্মদ তো বুড়ো বয়সে ১২-১৪ জন ওয়াইফ সহ ডজন ডজন কনকিউবাইন (ছি! ছি! ছি!), আনবিলিভারদের দেখা মাত্রই কতল (এক্কেবারে ঠেররিষ্ট কাজ-কারবার!) ইত্যাদি নিয়েই সারাটা জীবন কাটিয়েছেন; মুক্তচিন্তা ও মানুষকে ভালোবাসার সময় বা সুযোগ পেয়েছেন কোথায়? ফলে অভিজিৎের জন্য বিষয়টি এক্কেবারেই পান্ডা-ভাতের মতো সহজ হওয়ার কথা, নয় কি?

এনিহাউ ... এই মহাবিশ্বের ক্রিয়েটর আছে কি নেই, থাকলেও কোরান ক্রিয়েটরের বাণী/ইন্স্পাইরেশন কি না (*I doubt, at least!*); বিষয় দুটো একপাশে রেখেও বলা যায় যে অভিজিৎ ‘ইন্টারনেট ও কিছু উগ্র/অজ্ঞ মুসলিমদের বদৌলতে’ কোরান ও মুহাম্মদকে এতোটাই ঠুনকোভাবে নিয়েছেন যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না! অভিজিৎ যে সকল আয়াতকে ‘এ্যাবসলিউট সত্য’ জেনে বালিতে মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছেন সেই সকল আয়াতের মধ্যেই অবভিয়াস যুক্তি-তর্কের ‘রুম’ রয়ে গেছে! এবং সেই সকল যুক্তি-তর্কের মধ্যে চিটিংবাজিরও কোন স্থান নেই, ইতোমধ্যে কিছু দেখিয়েও দিয়েছি। এজন্যই বলছিলাম যে অভিজিৎ ধর্ম নিয়ে লেখা-লেখি চালিয়ে গেলেই ভালো করতেন। ওনি হয়তো কিছুটা দো’টানায় ভুগছেন। না পারছেন প্রাণ খুলে লিখতে, না পারছেন একদম ছেড়ে দিতে। দেখুন, এই র্যাশনালিটি, ফ্রি-থিংকিং ও ফ্রিডম-অব-স্পিচ এর যুগে কে মাইন্ড করলো আর কেইবা অন্তরে আঘাত পেল এসব নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায়? আমি কিন্তু নিজের মতো করে লিখি। এমনিতেই লিখতে পারিনা তার উপর আবার কোন ব্যাটা কী মনে করলো এসব মাথায় রাখলে হাতের লিখা একদমই জড়িয়ে আসবে। যেমনটি বলছিলাম, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয় দুটি ইউনিভার্সাল, সুতরাং যে কেহ পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে পারে। এটা কিন্তু ভাবার কোনই কারণ নেই যে কোরান ও মুহাম্মদ শুধুই মোল্লা বা মুসলিমদের বাপ-দাদার পৈত্রিক সম্পত্তি, যেটা অনেকেই হয়তো মনে করেন!

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে ‘A Rolling stone gathers no moss’. এ্যাজ ইউজুয়াল ‘ক্লোথ’ বশতঃ প্রসঙ্গক্রমে কিছু কঠিন ও অপ্রিয় কথা হয়তো বলা হয়ে গেছে! যদিও অভিজিৎ অলরেডি একটি নিদ্রিষ্ট এ্যাপ্লে রোলিং অবস্থায় আছেন, তথাপি কিছুটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিভিন্ন এ্যাপ্লে রোলিং করার চেষ্টা করেছি মাত্র (কারণ কোন একটি বস্তু একটি নিদ্রিষ্ট এ্যাপ্লে যতই বেগে ঘুড়ুক না কেন, সেটাকে ভার্চুয়ালি ফিক্সড-ই দেখায়)! আশা করি হজম করার মতো যথেষ্ট মেটিরিয়াল্‌স অভিজিৎ ভেতরে ধারণ করেছেন। আর কোন কথায় সত্যি সত্যি মনে আঘাত পেয়ে থাকলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত! কোথাও কোন ভুল তথ্য দিয়ে থাকলে সুধরে নিতেও বাধ্য। বিবর্তনবাদ বা কোরানবাদ (Q.4:1) - যে বাদেই বিশ্বাস করেন না কেন, হৌল্ হিউম্যানিটি যে একটি সিঙ্গল এনটিটি থেকে আগত তাতে মনে হয় কোন সন্দেহ নেই। সেই পয়েন্ট অব ভিউ থেকে স্বাভাবিকভাবেই হৌল্ হিউম্যানিটি একে অপরের দাদা-দাদা বা ভাই-ভাই।

**বি.দ্র. :** ‘কোরানকে ১০০% ডিফেন্ড করতে পারবো’ - এরকম কোন প্রজেক্ট হাতে নিই নি। আমি মূলতঃ ইসলামের নামে ভ্রান্ত বিশ্বাস/ধারণাগুলোকে ক্লেয়ারিফাই করার চেষ্টা করি, যেগুলো সচরাচর আমার নজরে আসে। অভিজিৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে কোরানের আয়াত টেনে নিয়ে না আসলে ও ব্যক্তিগত কিছু মন্তব্য না করলে আমি নিশ্চয় ওনার লেখার জবাব দিতে গিয়ে কোরান প্রসঙ্গ নিয়ে আসতাম না এবং সেই সাথে লেখার কলেবরও এতো বড় হতো না! ইন ফ্যাক্ট, বিবর্তনবাদের উপর ওনার লেখার জবাব আমি কিন্তু এক কথায় শেষ করে দিয়েছি। তাছাড়াও অভিজিৎ বিবর্তনবাদের উপর যে সকল তথ্য উপস্থাপন করেছেন সেগুলোকে আমি আপাতত মেনেও নিচ্ছি, কারণ সেগুলোর উপর মন্তব্য করতে গেলে আমাকে অনেক পড়ালেখা করতে হবে! তবে ওনি বিবর্তনবাদের উপর আমার কিছু কথাকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোর উত্তর দেওয়াও তেমন একটা প্রয়োজন মনে করছি না।

ভালো থাকুন।

**রাহমান**

05-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com